দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

10

শিক্ষাঙ্গন

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা বলতে আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর পরের স্তর বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ভুক্ত শিক্ষাকেই বুঝি। দেশের জাতীয় উন্নয়নের সাথে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারটি সহজেই এসে যায়। কেননা, জাতীয় উন্নয়ন বলতে যদি প্রধানতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার সার্থক উন্মেষকে বুঝানো হয়ে থাকে তবে ঐ সার্থক উন্মেষের চাবিকাঠি হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দেশের আর্থ-সামাজিক তথা সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মূলতঃ জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হয় একমাত্র উচ্চ শিক্ষার কল্যাণে। যেমনটি উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও দরিদ্র দেশ। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, অপরিকল্পিত উন্নয়ন পদক্ষেপ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে এখানে শিক্ষার তেমন প্রসার ঘটেনি। তাই বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যাও কম। শিক্ষা উপকরণের কল্পনাতীত উর্ধ্বমূল্য, শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষাখাতে স্বল্প পরিমাণ বাজেট, ছাত্রাবাসে সীট সমস্যা আমাদের দেশের ছাত্রদের বিরাট অংশকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে।

তাছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা অভিভাবকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করছে। কাজেই এহেন তীব্র সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন ও প্রশাসনিক পরিবর্তন প্রয়োজন। আর তা হলেই আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটবে। জাতীয় জীবনে উচ্চ শিক্ষার প্রভাব প্রবল ও ব্যাপক। সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত লোকদের অবদান অপরিসীম। উচ্চ শিক্ষিত লোকেরাই দেশের কর্ণধার। তারাই প্রশাসনের বিভিন্ন পদে দেশ গড়ার জন্যে কাজ করে থাকেন।

কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষিতের লোক খুবই নগণ্য। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রশাসন অসৎ-অযোগ্য লোক দ্বারা পরিচালিত হয়, যার পরিণতিতে দেশের জাতীয় অগ্রগতি দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। আদর্শহীন রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। কেননা, রাজনৈতিক বিপাকে পড়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গন আজ দারুণভাবে কলুষিত এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন রাজনীতির ক্ষেত্রেও উচ্চ শিক্ষিত আদর্শবাদী নেতার।

সৎ, যোগ্য ও আদর্শবাদী নাগরিক সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম হল ধর্মীয় শিক্ষা। তাই ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। চরিত্রবান অধিবাসীরাই যে কোন দেশ এবং জাতির উন্নতির সহায়ক।

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে তাকালেই আমরা তার বাস্তব প্রমাণ দেখতে পাব। অথচ অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার সুদীর্ঘ ১৯ বছর পরও আমরা উচ্চ শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারিনি। উল্লেখিত সমস্যাবলীর সমাধানের ক্ষেত্রে দেশের সরকারকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। অবশ্য সরকারের প্রচেষ্টার সাথে জনগণের আন্তরিক সাহায্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। আর তা হলেই বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটবে। পরিচিত হতে পারবে বিশ্বের মাঝে আমরা একটি সুশিক্ষিত ও স্বনির্ভরশীল জাতি হিসেবে। এটাই আমাদের ভবিষ্যতের আশার আলো ও স্বপ্ন।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম ফারুকী